



পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) এর দপ্তর

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

স্মারক নং- ঢাপ্রপ্রবি/পশাশিকে/২০২৬/০৮

তারিখ : ০৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

১২ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ এর ইভেন্ট সমূহের সময়সূচী

তারিখ	ক্রম নং	বিষয়ের নাম	বাছাই/চূড়ান্ত	সময়
২৩. ০১.২৬ শুক্রবার	১	১০০ মিটার দৌড়	বাছাই	বিকাল ৩:০০টা
	২	২০০ মিটার দৌড়	বাছাই	
	৩	বর্শা নিক্ষেপ	চূড়ান্ত	
	৪	লং জাম্প	চূড়ান্ত	
২৪. ০১.২৬ শনিবার	১	৪০০ মিটার দৌড়	বাছাই	বিকাল ৩:০০টা
	২	চাকতি নিক্ষেপ	চূড়ান্ত	
	৩	২০০ মিটার দৌড়	চূড়ান্ত	
	৪	ট্রিপল জাম্প	চূড়ান্ত	
২৫. ০১.২৬ রবিবার	১	হাই জাম্প	বাছাই	বিকাল ৩:৩০টা
	২	৪০০ মিটার দৌড়	চূড়ান্ত	
	৩	৮০০ মিটার দৌড়	বাছাই	
	৪	গোলক নিক্ষেপ	বাছাই	
২৯/০১/২৬ বৃহস্পতিবার	১	১০০ মিটার দৌড়	চূড়ান্ত	সকাল ১০.৩০ টা
	২	৮০০ মিটার দৌড়	চূড়ান্ত	
	৩	গোলক নিক্ষেপ	চূড়ান্ত	
	৪	রিলে দৌড় (৪x১০০) (বিভাগ ভিত্তিক)	চূড়ান্ত	
	৫	স্মৃতি পরীক্ষা (ছাত্রী)	চূড়ান্ত	
	৬	ভারসাম্য দৌড় (ছাত্রী)	চূড়ান্ত	
	৭	সুই সুতা দৌড় (ছাত্রী)	চূড়ান্ত	
	৮	পিলো পাস (ছাত্রী)	চূড়ান্ত	
	৯	ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ (ছাত্রী)	চূড়ান্ত	

স্থান: ডুয়েট কেন্দ্রীয় মাঠ।

বিঃ দ্রঃ একই প্রতিযোগী ০৩ (তিন) টির বেশী (রিলে দৌড় ব্যতীত) ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

➤ খেলাধুলা সম্পর্কিত শৃঙ্খলাজনিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে (কপি সংযুক্ত)।



(অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম)

পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র)

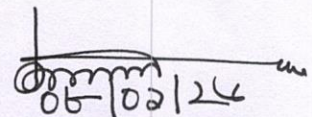
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

তারিখ : ০৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ

স্মারক নং- ঢাপ্রপ্রবি/পশাশিকে/২০২৬/০৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। পি এস টু ভিসি (ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। এ পি এস টু প্রো-ভিসি (প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। রেজিস্ট্রার।
- ৪। সকল বিভাগীয় প্রধান।
- ৫। পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) এর দপ্তর।
- ৬। পরিচালক, কম্পিউটার সেন্টার (বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহকারে)।
- ৭। সহযোগী পরিচালকবৃন্দ (ছাত্র কল্যাণ)।
- ৮। সকল প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্ট।
- ৯। অফিস প্রধান, মেডিকেল সেন্টার (খেলা চলাকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহকারে)।
- ১০। প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা (খেলা চলাকালীন সময়ে মাইক ও প্রয়োজনীয় লোকবল এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহকারে)।
- ১১। উপ-পরিচালক, পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) দপ্তর (ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণীর ছবি উঠানো ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহকারে)।
- ১২। সংরক্ষণ নথি।



(মোঃ আল মাসুদ খান)

ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর



স্মারক নং- ঢাপ্রপ্রবি/পশাশিকে/২০২৬/০৬

তারিখ : ০৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ

খেলাধুলা সংক্রান্ত শৃঙ্খলা বিষয়ক নীতিমালা

ভূমিকা: ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া কার্যক্রমে শৃঙ্খলা, ন্যায্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সকল শিক্ষার্থী, দল ও খেলোয়াড়ের জন্য এই নীতিমালা বাধ্যতামূলক।

ধারা ১. নীতিমালার আওতা: এই নীতিমালা ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অনুশীলন, টুর্নামেন্ট ইনডোর ও আউটডোর ইত্যাদি খেলা ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ফুটবল:

ক্রিকেট:

ভলিবল:

অ্যাথলেটিক্স:

হ্যান্ডবল:

হকি:

অন্যান্য সকল ইনডোর ও আউটডোর খেলা:

ধারা ২. সাধারণ আচরণ-বিধি:

- ২.১ সকল খেলোয়াড়কে খেলাধুলার সময় শালীন, ভদ্র ও ক্রীড়াসুলভ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- ২.২ রেফারি, সহকারি রেফারি, আম্পায়ার ও ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং তা মান্য করা বাধ্যতামূলক।
- ২.৩ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক, অসৌজন্যমূলক বক্তব্য, অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

ধারা ৩. সিদ্ধান্ত অমান্যের সংজ্ঞা: নিম্নোক্ত যে কোন কার্যকলাপ রেফারি, সহকারি রেফারি, আম্পায়ার এবং ম্যাচ অফিসিয়াল এর সিদ্ধান্ত অমান্য হিসেবে গণ্য হবে-

- ৩.১ রেফারি/সহকারী রেফারি/ আম্পায়ার/ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানানো।
- ৩.২ উচ্চস্বরে প্রতিবাদ, অশোভন বক্তব্য, অশালীন ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন।
- ৩.৩ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে হুমকি, চাপ প্রয়োগ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।
- ৩.৪ খেলা বন্ধ রাখা, খেলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটানো।
- ৩.৫ রেফারি, সহকারী রেফারি, আম্পায়ার বা ম্যাচ অফিসিয়ালের প্রতি শারীরিক আক্রমণ, আক্রমণের চেষ্টা।

ধারা ৪. শাস্তিযোগ্য অপরাধ-

ধারা-৩ অনুযায়ী সংগঠিত যেকোন কার্যকলাপ গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়, দল, দর্শক বা সহকারী ম্যানেজার কোন ধরনের দায়মুক্তি দাবি করতে পারবে না।

ধারা ৫. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (খেলোয়াড়)- যদি কোন খেলোয়াড় রেফারি, সহকারী রেফারি, আম্পায়ার ও ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্ত অমান্য করে, তবে

- ৫.১ সর্বনিম্ন ০১ ম্যাচ অথবা ০২ ম্যাচ অথবা ০৩ ম্যাচ অথবা ঐ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ হতে নিষিদ্ধকরণ।
- ৫.২ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল খেলাধুলা/প্রতিযোগিতা/টুর্নামেন্ট হতে বাদ প্রদান।
- ৫.৩ ভবিষ্যৎ সকল খেলাধুলা/প্রতিযোগিতা/টুর্নামেন্ট হতে অযোগ্য ঘোষণা।
- ৫.৪ প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।



ধারা ৬. শান্তিমূলক ব্যবস্থা (দল)- যদি কোন দল সম্মিলিতভাবে বা দলীয়ভাবে রেফারি, সহকারী রেফারি, আম্পায়ার ও ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্ত অমান্য করে, তবে

৬.১ সংশ্লিষ্ট দলকে চলমান ম্যাচ হতে বহিস্কার করা হবে।

৬.২ সংশ্লিষ্ট দলকে চলমান টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে।

৬.৩ পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণ স্থগিত করা যেতে পারে।

ধারা ৭. প্রশাসনিক শাস্তি - খেলা চলাকালীন বা সংশ্লিষ্ট ঘটনায় জড়িত খেলোয়াড়, শিক্ষার্থী (দর্শক) এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে নিম্নোক্ত প্রশাসনিক শাস্তি গ্রহণ করা হবে।

৭.১ লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা ও আচরণ সংশোধনের মুচলেকা গ্রহণ।

৭.২ আবাসিক হলের সিট বরাদ্দ ০৩ তিন মাস হতে ০২ বছরের জন্য বাতিল।

৭.৩ প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা ৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ- এই ধারার অধীনে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষের উপরে ন্যস্ত থাকবে।

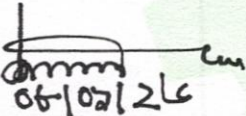
৮.১ পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) এর দপ্তর।

৮.২ পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ)।

৮.৩ প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া উপ-কমিটি।

৮.৪ প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটি।

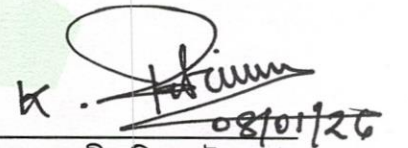
ধারা ১০. চূড়ান্ত বিধান- এই ধারার আওতায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে। কোন খেলোয়াড়, দল বা কোন দর্শক উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাঠে বা মাঠের বাইরে কোন প্রকার আপীল বা প্রতিবাদ করা যাবে না। এই নীতিমালার যে কোন ধারা-উপধারা পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র) এর দপ্তর প্রয়োজনে সংযোজন-বিরোধন করতে পারবে।


০৮/০৯/২৬

(মোঃ আল মাসুদ খান)
ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর
শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র
ডুয়েট, গাজীপুর


১১/০৮/০১/২৬

(অধ্যাপক ড. উৎপল কুমার দাস)
পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ)
ডুয়েট, গাজীপুর


০৮/০৯/২৬

(অধ্যাপক ড. কাজী রফিকুল ইসলাম)
পরিচালক
শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র
ডুয়েট, গাজীপুর